গতসূর্যের আলো

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক :
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কবিপত্র প্রকাশ ভবন
১৯।৭, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-২৫

প্রচ্ছদশিল্পী :
নিতাই ঘোষ

মুদ্রক :
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

শ্রদ্ধার সঙ্গে

গতসূর্যের আলো

GATASURJYER ALO
by Ananta Dash

সূচীপত্র

বাতায়নে আলো

বাতায়নে আলো রেখো প্রতিদিন যাবো পার হ'য়ে
ছোট্ট এই সমুদ্র বা ঐ দূর পর্বত প্রাকার ;
উজ্জ্বল খড়্গের মত খরতর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা
কোনদিন নেভে নাকো ; তবু তার ঐ সারাৎসার
জেনেছ কি হে মানব ? কেন ঐ অমর সংগীত
আমায় ভাসালো জলে ভ্রাম্যমান ধীবরের মত
কেন ঐ বাঁশী বাজলে ছুটে যাই দূরের নৈঋত
ভুলে যাই অন্ধকার, মৃত্যু রমণীয় হয়ে ফোটে ?

না জেনে সত্যের গতি আমি তার রহস্যের স্রোতে
ভেসেছি অনেক দিন, আজো আছি ভূমধ্যসাগরে
আকাশের খোলাপাল তাই মানি হাওয়ার নির্দেশ
বক্ষপুটে স্মৃতি রেখে ভেসে যাবো দেশ-দেশান্তরে ।
তুমি শুধু আলো রেখো অন্ধকারে বাতায়ন পথে
যদিও সমুদ্রে আজ তবু যাবো দূরের সৈকতে ।

জীবনের চারিদিকে

আমার সম্মুখে প্রেম, দূরে মৃত্যু, দুঃখের পাহারা
অবিরত ডাকো তোমরা উন্নত আকুল অভিলাষে
দৃষ্টিহীন পড়ে থাকি চতুর্দিকে গভীর ফোয়ারা
তবু যেন স্থিত আছি বিষণ্ণ চূড়ায় মৃদুশ্বাসে ;
হে বধির ভালবাসা, ভেসে যাও দূর অস্তাচলে
জটিল স্তব্ধতা তবু ঘিরে থাকে কোরকে শাখায়

শব্দহীন যেতে চাই নিষ্প্রদীপ কক্ষের অতলে
যেখানে সমুদ্র ম্লান তমোময় বুকের তৃষ্ণায়।

নির্জন সৈকতে কারা শুয়ে ছিল দীর্ঘকাল ধরে
শুধু এই করোচ্ছাসে রাখি তার বুকের ঝংকার
নির্ভার হাওয়ার মত পড়ে থাকি শরীরে, অধরে
মুহূর্তে দেখেছি ঐ কেশদামে ঘন অন্ধকার ;

কতকাল দূরে আছি, কতকাল দেখিনি তোমায়
দুঃখের সরল হাসি মৃত্যুর গভীর মমতায়।

নিজের প্রতি

নিজেরই নখর আঘাতে নিজেকে করেছি ছত্রাকার
বিরোধী হাওয়ায় মুক্ত আমার শোক
কতকাল আমি দেখিনি পূবের সূর্যোদয়ের শিখা
শুধু উত্তরে ধু ধু জ্বলে যায় নীরব চন্দ্রালোক ;
তমসাপুঞ্জে জ্বেলে দিলে তুমি দ্বিপ্রহরের জ্বালা
রক্তে জাগালে একি অনাহূত রীতি
উর্ধ্বে জ্বলে যে ঘনরাত্রির দীপ্ত, রাঙানো মুখ
দুহাতে আমার শুধু স্মৃতি-বিস্মৃতি।

যত দূরে যাই কণ্ঠে আমার একি তৃষ্ণার জ্বালা
বহু মৃত্যুর গোপন স্নিগ্ধ আলো
নিজস্ব আর হবে না কিছুই রাখি না ফলশ্রুতি
সুন্দর, তুমি নতুন আকাশ জ্বালো ;
চারিদিকে শুধু লোলুপ নৃত্য, শুধু বঞ্চনা শোক
দুর্লভে আর জ্বলে না রুক্ষ আশা
তপশ্চারণে মুক্ত হবো না ভাগ্যের শত ত্রাসে
দূর ভবিষ্যে রাখব না ভালবাসা।

সমস্ত বুকের মাঝে

সমস্ত বুকের মাঝে সমাধির প্রহর ঘনায়
তুমি রমণীয় মৃত্যু ফুলদলে আশংকা ফোটালে
উন্মুক্ত আকাশে তার প্রতিচ্ছবি বাতাস ভাসায়
হে সুগন্ধি যৌবরাগ, কি ছড়াও পথে, অন্তরালে ;
আমি যে সুঠাম বক্ষে সমর্পিত, বেঁচেছি সুদূরে ;—
তবু এ-ঘুমের মাঝে সৌরভ ছড়ালে সহচর
নিমজ্জিত অন্ধকারে তুমি আসো বারবার ঘুরে
কালের প্রবাহে শুধু মনে হয় সমাধি সুন্দর।

এ বুকের সানুদেশে যারা ছিল চিরকাল বসে
তাদের সিতাভ মুখে প্রেম জ্বলে, চন্দ্র ভেসে যায়
হে প্রিয় প্রশান্ত প্রেম জেগে ওঠো বিপুল সাহসে
সূর্যের প্রদীপ্ত রেখা শুভ্ররাত রাখে না উষায়

আমি তো সমাধি থেকে বহু দীর্ঘ, ঋজু হয়ে আছি
পৃথিবী বাতাস দাও ক্ষণিক উত্তাপ বুকে বাঁচি।

শব্দের জলধি বুকে

আমার বুকের নীচে সহস্র নদীর নীরবতা
দুহাতে উদ্গার ফেনা, ঘূর্ণি গড়ে ক্ষণিকের ঘর
উপবনে তৃষ্ণা জাগে চতুর্দিকে সৃষ্টির রুক্ষতা
অথচ মুহূর্ত মন্ত্রে নেমে আসে বিদ্যুৎ প্রখর
বুকের গহ্বর থেকে আসে ঐ নৃত্যপরা নারী
তাই তীব্র ধূপগন্ধে সৌম্য জ্বলে তমিস্র অধর

এখানে লুকিয়ে আছে অমরাবতীর গূঢ় দ্বারী
বৃষ্টি এলে ভেসে যাবে···শব্দহীন বিশ্বচরাচর।

কলরোল তীব্র হয়, কাঁপে ঐ সুদূর অটবী
সবলী স্রোতের নীচে সব স্মৃতি ছায়ায় বিলীন
অবিন্যস্ত দুঃখকষ্টে আমি তার দেখি মুখচ্ছবি
উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি যে পিতামহ ঋণ ;
অন্ধকার বুক থেকে জেগে ওঠে আলোকের নদী
মানুষ, প্রকৃতি, প্রেমে ব্যাপ্ত ঐ শব্দের জলধি।

প্রলয়ের পথে

আমার বক্ষে প্রলয় মগ্ন রাত
ঝাঁপায় তীক্ষ্ন, তীব্র কঠিন রোষে
ব্যর্থ আশার বিষণ্নতায় দেখি
আকাশ, জলধি বেজে ওঠে নির্ঘোষে।

গৃহের সিক্ত শরীর আমারও ছিল
ক্লান্ত চলার আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে
নখাঘাতে ছিঁড়ে নিজের বক্ষ দেখি
আমারই রক্ত মিশে আছে সব সুরে।

অক্ষত পথে মুক্তি আসেনা জানি
অন্ধ আয়ুর পিছে ঘুরি সারারাত
কোথায় শ্যামল শান্ত, কিশোর খানি
সারা দিগন্ত নিশ্চুপ, নির্বাত।

রুক্ষ হৃদয়ে নিয়তি কাঁদেনা আর
প্রলয়ের পথে রেখেছি জীবন বাঁধা
জানিনা কোথায় ভেঙে যায় ঘরবাড়ি
আমারই গোলকে আমি যেন এক ধাঁধা।

গোধূলির স্রোতে

জেগে উঠে দেখি কোন কোলাহল নেই
ঘন কুয়াশায় ভরে আছে চারিধার
আমায় যেন কে চিত্রগুহায় রেখে
ভেসে গেছে সব ঝর্ণার সোপানেই ;
তবু এ-নিঃস্ব বুকের প্রখর তাপে
ফুটে ওঠে ফুল—রক্তের রঙে রাঙা
যেন নদীগুলি হঠাৎ গিয়েছে বেঁকে
ঘন স্বাস্থ্যের ঐ মৌসুমী চাপে
আহা, হৃদয়ের ধমনী প্রবাহ ভাঙা ।

তাই তুমি করো ধ্বংস বারংবার
উৎক্রান্তির প্লাবন দুহাতে ডেকে
পরিণামে প্রেম রাখে যেন সংকেত
মুকুলে যেমন শত জীবনের ভার ;
অথবা একটি ভয়ের শুদ্ধ প্রেত
দূরে চলে যায় কিশোর ছবিটা এঁকে—
ইন্দ্রধনুর সোহাগে মিলায় স্মৃতি
ঈষৎ হাসির ঘূর্ণিতে ডুবে যাই
শুধু ভেঙে দেওয়া, শুধু ফেলে দেওয়া রীতি
তোমারই বক্ষে কঠিন ছন্দে নাচে ।

আজ রাত্রির দুর্গমে যেতে চাই
অন্তরে জ্বলে প্রাপ্তির গৌরব :
তবু ভরাভয় কোনখানে আজ নেই
নৈসঃসঙ্গের চূড়ায় আমার শব
গোধূলির স্রোতে ঝরে যায় সোপানেই ।

মৃত্যুর প্রতি : ১

আমার অলক্ষ্যে আজ কার ছায়া, কার শব্দ বাজে
তাকে আমি মুক্ত হাতে চমৎকৃত বক্ষে ভালবাসি
অম্লান সুগন্ধি ঘেরা মৃত্তিকার বীজে কারা সাজে
হায়! বাল্য অঙ্গরাগে নিমজ্জিত শত শিলারাশি
দুর্গম ক্ষয়ের মাঝে আমি ডাকি, সে আমায় ডাকে
শান্ত নীরবতা নিয়ে ঘিরে আছে আকাশমণ্ডলী
হে মাঝি! তরঙ্গ থেকে কোথা নিয়ে যাও দূর বাঁকে
নিশ্চিত সংশয় আজ রেখে যায় ললাটে ত্রিবলী।

হলুদ দৃশ্যের মাঝে উলঙ্গ আবেশ নিয়ে হাঁটি
উদার অরণ্য দূরে শুষে নেয় প্রস্তরের জল
তবু আমি দেখি আজ অধর ও চিবুক উদঘাটি
আহা রমণীয় সব, রমণীয় ঐ বক্ষতল
যে সূর্য ফাটায় মেঘ, ফুটে ওঠে গোলাপমঞ্জরী
আমি তার উৎস মুখে বসে আছি তারই মুখোপরি।

মৃত্যুর প্রতি : ২

গভীর আনন্দে যেন তুমি আজ বসন্ত আমার
মহাকাশ ব্যাপ্ত করে গাছে গাছে ফোটাও মঞ্জরী
আমিও হৃদয় থেকে অশ্রুকণা দিই উপহার
প্রেমহীন প্রেম দিয়ে কে করে প্রেমের মাধুকরী ?
প্রস্থানে ভীরুতা আছে, অভিনয়ে কে বাঁচে সতত
জ্যোৎস্নার শ্রীমঞ্চে যারা প্রতিদিন সেজেছে সম্রাট
জলের তরঙ্গে সব ভেসে যায় শৈবালের মত
উন্মুখ সম্মোহে ভাবি জ্যোৎস্না কত বিপুল, বিরাট।

সে আমার নৌকা মাপে প্রতিদিন হাওয়ার দমকে
বৃত্তে বাঁধা পড়ে আছি চারিদিকে নীলিমার মত
আলোকে প্রকাশ হও কেন তুমি নৈরাশ্যে, রূপকে ?
যে ছবি প্রেমিক চায়, যে রূপ সকলে ভালবাসে
সুদূর সমুদ্র থেকে কেন তুমি হাসো অবিরত
কে চায় কাননে কাঁটা আমি মুগ্ধ রূপের প্রকাশে।

নৈশভ্রমণের চিন্তা : ১

এখন ঘরের মধ্যে মানুষ প্রেতাত্মা হয়ে কাঁদে
গভীর দুঃখের ভারে আমি আজ ভ্রষ্ট নৈশচারী
মরসুমী শস্যগুলি ঝরে গেছে স্বতন্ত্র বিষাদে
আহা, ক্লান্ত বনরাশি স্বভুক অস্তিত্বে অহংকারী ,

তোমায় রাখিনি আমি আলোকিত জ্যোৎস্নার সম্ভারে।
কারণ জ্যোৎস্নার চেয়ে বড় দুঃখ পৃথিবীতে নেই ;
বাসন্তী হাওয়ায় নয়, রক্তাক্ত কাঁটার অন্ধকারে
পরস্পরে চিনে নেব হৃদয়ের ক্ষত সন্ধানেই।

এখন সমস্যা শুধু ঘর পাওয়া, হৃদয়ের নয়।
কেহবা অপরিচ্ছন্ন শোকে ঐ প্রেমের দুয়ারে
বারবার প্রত্যাহত ; অথবা প্রগাঢ় ঘুমে ঘুমময়,
বিকীর্ণ দুঃখের মাঝে তাই শুধু স্মৃতিটুকু বাড়ে···

এখন রাত্রির বুকে হেঁটে ম্লান সমস্ত আবেগ
জলরাশি ফুলে ওঠে, চারিদিকে ভাসে কালো মেঘ।

নৈশভ্রমণের চিন্তা : ২

কেবল স্তিমিত আলো ঘিরেছে পায়ের চতুর্দিক
স্বতন্ত্র, স্বাধীন তুমি উড়ে যাও হাঁসের মতন
স্বাদহীন অন্ধকারে সঙ্গী আজ প্রবল প্রেমিক
উদ্ভিন্ন বীজের প্রায় ইচ্ছাগুলি স্বগত, স্বনন ;

প্রশস্ত সোপান বেয়ে উঠে যাবো সন্তাপের চূড়ে
শুধু হরিদ্রাভ আলো পড়ে রবে দুপায়ে মলিন
তৃষ্ণার্ত ফুলের গন্ধে মাদকতা যায় ঘুরে ঘুরে
যেখানে তোমার স্মৃতি প্রচণ্ড বিদ্রোহে বর্ণহীন।

আবর্তে, সংঘাতে যেন জেগে আছ ঘন অন্তরালে
নৈশিক চিন্তার স্রোতে একক আনন্দে ভাসমান
তাণ্ডব দুঃখের মাঝে দেখি ঐ স্বকীয় পাতালে
ঋজু, দীর্ঘ, অন্ধকার কখনও বা হাসিটুকু ম্লান ;
হে রাত্রি আমায় দাও অলৌকিক আলোর কণিকা
যে দুঃখ জ্বালায় প্রেম, আমি তারই অনুবর্তী শিখা।

অন্তরালে

আমায় ফেরাবে বলে বক্ষমূল এখনও অম্লান
উজ্জ্বল গোধূলি যেন খেলা করে চক্ষে পদদ্বয়ে
চিরায়ত প্রতীক্ষায় তুমি শুধু প্রেমে ঘূর্ণ্যমান
বিপুল, ব্যাকুল তৃষ্ণা অন্তর্হিত দুঃখের তন্ময়ে
তবু কে অবাধ হাতে ঐ ফুলে রাত্রির সম্ভার
যন্ত্রণায় ভরে দেয়—আরক্তিম, মদির, বিহ্বল।
কত অশ্রু বুকে আজ তবু দেখি তোমার বিস্তার
এই বাতায়ন থেকে অন্তরীক্ষে ছোটে অবিরল।

বিকল্প পাইনা কিছু স্থলকুঞ্জে ঐ দ্যুতি মত
হৃদয়ের অঙ্গীকারে যে হবে নির্ভুল অধিকার
মুকুর, জানি সে মায়া, জ্যোৎস্নার হীরকে প্রতিহত
তবু দুঃখ প্রতিভাসে তুমি হলে প্রিয় গন্ধভার।
ঐ কক্ষে ফিরে যাব অন্ধকার প্রদোষ ফুরালে
যে দুঃখ আমার অশ্রু তুমি তার স্থির অন্তরালে॥

রক্তের প্রবল স্রোতে

রক্তের প্রবল স্রোতে প্রবাহিত স্মৃতির ক্রন্দন
হে আদিম, আরণ্যক, অফুরাণ ঐশ্বর্যে তোমার
ভরাও রাত্রির ক্ষুধা আর এই দিনের ভাণ্ডার
যেমত কুঁড়ির শিশু ফোটা ফুলে ছড়ায় যৌবন।
কে কাঁদে প্রবল স্বরে ? মধ্যরাতে অশ্বখুরাঘাতে
জেগে ওঠে যেন ঐ প্রাসাদের সুদূর শৈশব ;
বিশস্ত হাওয়ার প্রীতি সুদক্ষিণ জানালার হাতে
আমার হৃদয়ে আজ ত্রিকালজ্ঞ ঊষার উদ্ভব।

নভতলে নক্ষত্রেরা জেগে আছে রমণীয় সুখে
হে ঊষা, ভার্গব ঊষা, আদিদেব উদয়ে অচল
ঝরাও নিয়ত দুঃখ তীক্ষ্ণ এই শঙ্কাঋজু বুকে
যদিও আমার তৃষ্ণা শ্মশানে জাগ্রত অবিরল—
কারা আসে নৃত্যপরা, কারা যায় ঘুঙুর বাজিয়ে
তুফান সমুদ্রে আমি ভেসে যাই ঊর্মিমালা নিয়ে ॥

যখন নিঃসঙ্গ

কত যে সুন্দর রূপে তুমি আজ এসেছ এ-বুকে
যখন নিঃসঙ্গ আমি, অন্ধকার দুঃখে ম্রিয়মাণ
যখন ও-দৃশ্যগুলি মরে যায় হলুদ অসুখে
প্রাকৃত আনন্দে তুমি ছুঁয়ে গেলে গভীর, অম্লান ;

আহত বিষাদ ঐ বিবর্ণ পাতায় জলে যায়
এ যেন বৈশাখী-রাত অসংবৃত হৃদয়ে স্থাপিত
কে ঐ প্রাপ্তির কাছে দক্ষিণ সৌন্দর্যে হবে প্রীত
অনাত্মীয় পরিবেশে আমি হই দীপ্র পুনরায়।

শান্তির সন্মার্গে তুমি দিলে যদি উত্তরাধিকার
প্রলুব্ধ সঙ্গীরা ভাসে বিপরীত স্রোতের অতলে
পরবশে মুগ্ধ রেখে আজ করো সফল উদ্ধার
যখন নিঃসঙ্গ আমি, নিরুপায়, বাধাহীন জলে ;

আমার বিরূপ বুকে শতভগ্ন মানুষের স্মৃতি
কৃষ্ণসার প্রেম তাই ধূলায় রেখেছে প্রতিকৃতি।

প্রবাসী বেদনা

একটি বর্ষা কাটলো আমার প্রবাসে
সর্বহারার বেদনায় আমি রিক্ত
চ্যুত ফুলদলে হৃদয়ের শোক বিলাসে
চিরন্তনীকে বেহাগে করেছি সিক্ত ;
যদিও স্বর্গ এসেছে তোমার স্মরণে
ক্ষণিক আয়ুর নিরালোকে দিতে শান্তি
তবু প্রিয়রাগে ভেসেছি দুঃখ প্লাবনে
দূরে চলে যাই···দূরে রাখি সব ভ্রান্তি।

প্রতিটি দিনের বেদনা পেয়েছি বক্ষে
মুগ্ধ আবেশে নিখিল হয়েছে বন্দী
লীলায়িত ভ্রূ ছড়িয়ে আয়ত চক্ষে
মহাকাল যেন মনে মনে করে সন্ধি ;

জানি সমাধির চির-সমাপ্তি দুয়ারে
অন্ধকারের গাঢ় তমসায় মগ্ন
তবু ক্ষণকাল আমরা ভাসবো জোয়ারে
তীব্র স্রোতের পাটাতনে হবো ভগ্ন।
একটি বর্ষা কাটালাম আমি প্রবাসে
এবার শরতে কোথায় রাখি যে স্থৈর্য
এখন ক্ষুব্ধ জ্বালার রুদ্ধবিলাসে
শুধু দিন যায়·· শুধুই ফুরায় ধৈর্য।

নিশীথে প্রার্থনা

নিশীথিনী, ক্ষণকাল শুয়ে রব ঐ রুক্ষ কোলে
বিগত বর্ষার মত ঝরে যাক দেহের বর্ণালী
দুর্গম বাসনা যেন কেঁপে ওঠে বাহুর অতলে
তুমি তো বিধ্বস্তপ্রায় সমুদ্রের তটরেখা, বালি ;
শুধু শূন্যে ভাসে আজ এ গভীর বুকের বাতাস
জঙ্ঘা ও গ্রীবার মাঝে দেখি তবু প্রত্যহের প্রীতি
বায়বীয় আন্দোলন উড়ে গেলে সুদূর প্রবাস—
তাকেই জেনেছি প্রেম, ভালবাসা, বিভিন্ন আকৃতি।

শৈশব, তোমাকে জানি রক্তিম বিন্দুর তটমূলে
দ্রুতরৌদ্রে ফেলে যাও বটবৃক্ষ, দূর গৃহখানি
এত কী আকুল প্রেম ? এখনো কী পলাশের ফুলে
ঐ মুখচ্ছবি দেখে করে যাবো রূপের বাখানি !
ক্ষণিক জ্যোৎস্নার মাঝে দেখি তার মুখ, অবয়ব
বণ্যাজলে ভেসে গেছে, ভাসে তার মোহমুগ্ধ শব।

সৌন্দর্যের প্রতি

তুমি কোন পাহাড়ের গভীর গুহার মধ্যে শুয়ে আছ
স্পর্শ করো দুহাতে আমায়
যেদিকে ফেরাই কান শব্দ ওঠে,
যেদিকে ফেরাই চোখ ছুটে যায় সহস্র বল্লরী ;
তুমি কি সুন্দর বলে প্রতারক, ঘৃণ্য হতে পার
দূরত্বের অবকাশে কেড়ে নাও হৃদয়, আবেগ
তোমার লাবণ্য যেন ফুটে ওঠে জ্যোৎস্নায়, চুম্বনে
তবু কী শুধুই ঘৃণা, ব্যবধান—
তোমার অস্তিত্ব শুধু ব্যবধানে ভুলে যেতে পারি।
এখনো নদীর বুকে সূর্য ওঠে, করতলে দেখি চন্দ্র, আয়ু
পাপড়ির সমারোহে জাগে সব পুষ্পের বিলাস
আমার শৈশব আর তোমার ফাল্গুন
তোমার সৌন্দর্য দেখে যৌবনের দিকে যেতে পারি।

এখনো ফুলের বনে জ্যোৎস্নার ছায়া পড়ে তাই ;
গোমুখী উৎসের কাছে শত কৌতূহল
সারারাত বৃষ্টি হলে যেমন একাকী
তেমনি নিঃসঙ্গ তুমি ফুটে ওঠ ধীরে অন্যপাশে
কোন শব্দ, কোন আলো নেই
তবু যেন তীব্র আলোড়ন তোমার তিনদিকে
তোমার চারদিক ঘিরে ক্ষিপ্র ছায়াপাত
প্রদোষে তোমাকে দেখে সারারাত একা একা থাকি
নৌকার দূরত্বে যেন সকল বিস্ময়
আমার আত্মার কাছে, আমার বুকের কাছে কেন থাক নাকো
এই দৃষ্টি, এই সিক্ত হাতে—

সুদূর বিভাস কিংবা পাহাড়ের গুপ্ত গুহা থেকে
অনূঢ়া উদ্ধত স্তনে ছুঁয়ে যাও আমার শরীর।

বিরাট দূরত্বে সব ভেসে গেলে স্তবকে, গুল্মরে অবিরাম
কৌতূহল জেগে থাকে
যেন এক প্রবুদ্ধা রমণী
দীর্ঘকাল শুয়ে আছে বুদ্ধের পাহাড়ে অজর, অমর।

শিল্পের সংজ্ঞায়

অনেক সুদীর্ঘ তুমি হতে পার
শিল্পের সমান সত্যে সাড়া দিতে কণ্ঠ ভরে ওঠে
তবু কেন ছায়াগুলি চোখের চারদিকে ঘোরে
বুকের নিভৃতে খেলা করে।
অলক্ষ্যে নির্মিত ঐ শব্দের কাছাকাছি
আমি যেন যেতে পারি—
যেন এই জাগর জীবন থেকে নিভৃতের বুক ছুঁতে পারি।

কত তরঙ্গিত ছবি অতল নিশ্বাসে বেজে ওঠে
আমার চারদিকে ঘুরে আমাকে ঘোরায় চারিধার
তবু তুমি প্রেম নও, মৃত্যু হও; কোন স্নিগ্ধ কারুকার্য নও
শুধু এক অভিজ্ঞতা আলোকিত বক্ষে যেন বাজে।

নিহত উচ্ছ্বাস

দীর্ঘকাল বসে আছি অন্ধকার সমুদ্রের তীরে
সবাই উন্মুক্ত পথে দিবারাত্র হাঁটে, দূরে যায়
এ কোন নির্জন যাদু নিয়তির দারুণ গভীরে
ছিঁড়ে দেয় মুগ্ধ আশা, ভেঙে দেয় প্রিয় শুভ্রতায়;

যদিও কঠিন হাতে ধরে আছি, জীবনের আয়ু
অবিচল প্রেমালাপে মাধুর্য্যে রাখিনি অবসাদ
শৈশব অস্পষ্ট দূরে, তীব্র ক্রোধে ফুলে ওঠে স্নায়ু
তবে কী প্লাবন এসে নিয়ে যাবে সমস্ত বিষাদ !

সহসা আতপ্ত বক্ষে মৃত্তিকার দীপ্র, তীক্ষ্ণ স্বর
চঞ্চল আকাশ বেয়ে নেমে আসে পূর্বগামী মায়া
সমর্পণে ফেলে রেখে কে তুমি রয়েছ বহুদূর
হে আমার রুক্ষ দ্বিধা কালজয়ী দুঃখের প্রচ্ছায়া ;
অঙ্গীকার প্রিয় ছিল, প্রিয় ছিল দূরান্ত আকাশ
নিভৃত রহস্যে যেন মুছে যায় আজন্ম বিষাদ ।

আলো, অন্ধকার

তোমার পায়ের ,রক্তে আমার বক্ষ হ'ল রাঙা
রৌদ্রে এখন শরতের মেঘ ভাসে
কত সমুদ্র পার হয়ে এই শক্ত, কঠিন ডাঙা
দুঃখের দিকে বারবার ফিরে আসে ।
অন্ধকারের ঢেউ ভাঙে এই পৃষ্ঠের পাটাতনে
বজরায় বসে আয়ুগুলি কেঁপে যায়
এখন আছি যে কোরকের মত শতদল বন্ধনে
দিনগুলি আজ ফুরায় স্তব্ধতায় ।

বাঁচা-না-বাঁচার দ্বন্দ্বে এখন জীবনকে নিয়ে আছি
রৌদ্রে ও-কার কৃশকাতর মুখ
সুখের সঙ্গে মিতালি হয় না, দুঃখের কাছাকাছি
সারাটা দিবস হয়ে আছি উন্মুখ ।
কতদিন কতরাত্রি যে আমি তোমার পায়ের ক্ষতে
রক্ত রেখেছি, প্লাবনে পেয়েছি প্রাণ
অঙ্কুর আজ আলোকভিন্ন অন্ধকারের স্রোতে
দীপ্তিবিহীন স্মৃতিগুলি অম্লান ।

তোমাকে ভুলে

তোমাকে কেমন ভুলে আছি
এখানে এখন কোন প্রতিবিম্ব নেই
চারিদিকে জলে শুধু নীলা ;
অথচ তোমার চোখে ক্ষিপ্র এক নদী ছিল
হৃদয় কম্পনহীন রাতে
মুহুর্মুহু কেঁপে যেত রোমাঞ্চিত রেণুগুলি
আকাশের ছায়াপথে লক্ষ লক্ষ তারা।

কয়েকটি দুপুর যেন স্বপ্নের মতন রয়ে গেছে
স্তব্ধতায় ভাসান বাগান
অনিদ্র আকাশ জুড়ে অশ্রু জমে আছে
শিলীভূত দুঃখে দিন ভারি।

যদিও তোমাকে ভুলে আছি
পশ্চিম গোলার্ধ জুড়ে অস্তমিত ছায়া
বায়ুলোকে অদৃশ্য আভাস
আমার জীবন যেন জলের ভিতর জেগে ওঠে।

সময়ান্তরে

॥ ১ ॥

সমস্ত দুপুর যেন সাপুড়ের বাঁশী
দুঃখের সাতটি নখ ভেদ করে কাঁপে মৃত্যু, বৈকালিক রোদ,
জীবনের চারদিক থেকে ছুটে যায়—
আমার শৈশব যেন দূরের আকাশে
একটা ঘুড়ির মত যৌবন খেলায়।

২ ॥

স্রোতের টানে নৌকাখানি যায়
আমি যে আছি ঘরের বাঁধাজলে
চক্রাকার মনের রেখাগুলি
ধুলায় লোটে সংক্রামিত কালে।

॥ ৩ ॥

এখন আবার ফিরে যাব সেই ভোরে
চম্পা-বকুল-ছড়ানো-কিশোরবেলা
যদিও দুচোখে আজকে দেখিনা তোরে
বেলাশেষে দেখি সূর্যের দাঁড়খেলা।

এখন আকাশ

ভালবাসা তোকে, বড় তীব্র বলে জানি।
বহু দূর হেঁটে গেলে একাকী দুপুর বুকে ভাসে
গোধূলি সূর্যের রঙে সমস্ত উঠোন ভরে যায়
আমি থাকি চৌকাঠে উন্মুখ।

এখন আকাশ যেন বহুদূর সরে গেছে
মুথাঘাসে মাঠ আছে ভরে
প্রতিটি আঙুলে জাগো শৈশবের স্মৃতি :
বাসক পাতার ঝোপ, 'আইপের মোয়ান' ; 'কুচির বাগান 'ভরে গেলে
বালুকায় দ্বীপ জেগে রয়।

তবুও তোমার চোখে বিপুল সমুদ্র আছে জেনে
পদনখে চাঁদের বিস্ময়—
একাকী দুপুর যেন বুকের উপরে ভেসে ওঠে
চোরাবালি পথরোধ করে ;
রক্তচক্ষু দিন যায়, অবক্ষয়ী রাত
ভালবাসা ! যৌবন ফুরায়।

হঠাৎ দুপুরে

হঠাৎ দুপুরে কেন ষ্টীমারের আর্তধ্বনি ডাকে ?
যেনবা জীবন থেকে ক্রমশঃ অতীত সরে যায়
বর্ত্তমান থেকে আজ পৃথিবীর প্রান্তে পড়ে আছি
বুকের ভিতরে শুধু দুপুর···দুপুর গান গায়।
আমার হাঁটুতে আর ক্রোধ নেই
অমন চোখের সুর্মা শ্রাবণের আকাশ সামিল
দরিয়ার স্রোতে ভেসে যায় ;
তেমন কঠিন করে, তেমন হৃদয় ভরে
ভালবাসতে ভয় পাই আজ।

এখন বিচ্ছিন্ন আমি
বিজন দুপুর, ভালবাসা, উত্তরণে ডাকে না আমায়
ক্রমশঃ নির্জন হ'তে হ'তে, ক্রমাগত দূরে যেতে যেতে
চতুর্দিকে গভীর প্রাকার ;
আমি যেন আমার অতীত ভুলে গেছি
বর্তমান ভয়াবহ আজ
স্ববৃত্তে শুধুই দেখি ঘোলাপথ ঘূর্ণিজল···
মাটির গভীরে আর স্রোত নেই।

সবাই বুকের মধ্যে নির্জন দুপুর নিয়ে আছে।
কারো যেন নতুন আকাংখা নেই, ভালবাসা নেই,
হঠাৎ দুপুরে কেন ষ্টীমারের আর্তধ্বনি ডাকে ?
আমার অতীত নেই, ভালবাসা নেই
আমি এক নির্জন দুপুর।

ঘৃণায়, ভালবাসায়

আমার বুকের মধ্যে ঘৃণা আছে, ভালবাসা আছে
সূর্যচক্রে ঘুরে যাই পৃথিবীর পথ
কত আলো, অন্ধকার······কত গুহা সমুদ্রের ঢেউ
বালিয়াড়ি, পাহাড়ের সারি
আমার হৃদয় তত বড় নয় পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে পারি।
দৃষ্টির নক্ষত্রপুঞ্জে জন্মমৃত্যু ভেসে ওঠে।
মানুষের সান্নিধ্যের সাধ
শুধু অশ্রুজলে আমি তোমাদের দুঃখের সওয়ারি
আমার হৃদয় তত বড় নয় পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে পারি

আমার আকণ্ঠ শুধু ঘৃণা জমে আছে
বিচ্ছেদের, বেদনার দায়ভাগ নিয়ে
সংশয়ে বহন করি বন্ধুদের প্রীতি
তোমাদের ভালবাসতে গিয়ে
আমার হৃদয় আজ হারায় সংহতি।

কাউকে ঘৃণা করব, আর কাউকে ভালবাসব বলে
বহুদিন ঘুরেছি সূর্যের প্রতিভাসে
বহুদূর অরণ্যানী, বন্দর বিদায় দিলে পর
মাস্তুল প্রলয় আনে দূরের আকাশে।

ভালবাসা কোনদিন

ভালবাসা কোনদিন ব্যর্থ হয়ে যায়
অমন বিপুল নদী, তীব্র স্রোত ফুরায় আবেগ।
কত অঙ্গীকারে তুমি জ্যোৎস্নার বাগান হয়ে ছিলে
কৈশোরে দেখানো সেই ঠাকুমার চাঁদ

আভরণে লালসার জ্যোতি ;
আমার পায়ের নীচে কত অসংখ্য ঢেউ ভাঙে
শিলীমুখ স্মৃতিগুলি আজ
বিষাদে, ব্যদিতমুখে অন্ধকার ঘরে।
অনেক লোণায় গন্ধে দিগন্ত ঘনায়
রক্তিম আলোয় ভরা ঘর
কতকাল তুমি ছিলে নীলকণ্ঠী নদী
হৃদয়ের অঙ্গীকারে অঙ্গদ আমার।

এখন ধাতব গন্ধে প্রত্যেকের গোপন হৃদয় ভরে আছে
বিদ্যুতে চমকায় কালো নদী
চিকণ জলের খনি, মুদিত চোখের বাতায়নে
প্রত্যাশা আগুণ হয়ে জ্বলে।

তবু কেন কোনদিন ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে যায়
চোয়ালে লালসা ভেঙে পড়ে
আপন নাভির গন্ধে, নির্জন আবর্তে,
মৃগ এক অন্ধকারে ঘোরে।

গুহার ভিতরে

কয়েকটি প্রাচীন মুখ গুহার ভিতরে জেগে রয়
আমি তার উত্তরপুরুষ
এখানে ভীষণ একা, অন্ধকারে ;
জন্মের প্রারম্ভে কত আলো ছিল, প্রফুল্ল বাগান
সহজিয়া সুরে ভরা দিন—
প্রতিটি রাত্রির গায়ে চিত্রকথা ভাস্কর্য সামিল।

আমার নির্মোকে আমি, দুঃখের ভিতরে ভালবাসা
কতকাল আমি যেন দাবার সভায়
এক সাথে দুঃখ-প্রেম, নিঃসঙ্গতা, অন্ধকার বুকে নিয়ে
গুহার ভিতরে চলে গেছি।

প্রতিদিন সূর্য ওঠে, গুহার কন্দরে আলো যায়
তবু এই দুঃখিত আননে
এতটুকু আলো নেই, আকাশের জ্যোতি নেই
কয়েকটি প্রাচীন মুখ, গুহার ভিতরে দেখা যায়
আমি তার উত্তরাধিকার নিয়ে আছি।

আবহমান

কতকাল আমি মগ্ন ছিলাম আমার দুঃখশোকে
দেখিনি আকাশে শতসূর্যের হাসি
তিমিরবিনাশী একক চন্দ্র ছেয়েছিল সবলোকে
এখন রক্তে দূর জাহাজের বাঁশী।

শত শতকের সন্তাপ, শোক আমার বক্ষ জুড়ে
প্রপিতামহের পুত্রঘ্নের পাপ
মধ্যরাতের প্রশ্বাসে সব গভীর তীক্ষ্মস্বরে
সারা বুকভরে কেঁদে ওঠে যেন যক্ষের অভিশাপ;

দুঃখভোগের আর্তিতে আজও নিজেকে হয়নি চেনা
আমার রক্তে গতসূর্যের আলো
করতলে দেখি শতবর্ষের প্রপিতামহের দেনা
আবার এ বুক কামনায় হয় কালো।

প্রস্রবণের স্রোতের আঘাতে দূরে চলে যাই আজ
পিতা হে আমার সত্তার নির্জনে
তোমার স্পর্শ ধমনীপ্রবাহে জাগালো যে সংলাজ
খুলে ফেলি এক কামনার বন্ধনে।

সমর

এখন কেমনে আমি তোমায় ফেরাব আরবার
একবার হেরে গিয়ে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি
হবে কি সম্ভব !
আমার সম্মুখে আজ শূন্য দুর্গ, বিস্তৃত আকাশ, মরুভূমি
শুধু প্রতিহিংসা যেন সুদর্শন চক্রের মতন
পৃথিবীর ব্যাস ছুঁয়ে আছে।
প্রতিটি সূর্যাস্ত যেন দগ্ধমুখ ক্ষতের মতন
কলকাতার বুকের উপরে
কেমনে ফেরাব ঐ দীর্ঘ নদী, বিপুল আকাশ, জলাভূমি
ফেরাবার হৃদয় যে নেই।

আজন্মের দুঃখগুলি বৃষ্টির মতন ঝরে যায়—
ভীষণ যুদ্ধের পর, শূন্যগ্রামে হাহাকার
হরিদ্রাভ ঘাসের প্রান্তর
কোনদিকে শান্তি নেই, ভালবাসা নেই
প্রতিটি মানুষ আজ ব্যূহবদ্ধ, স্বতন্ত্র, অলীক।

মেঘালোকে

কেমন চন্দ্রিমা তুমি
মেঘালোকে আমার হৃদয় জ্বলে যায়
ঘনিষ্ঠ সকল কিছু সুদূর—
সুদূর মনে হয় ;
কোথায় জন্মের মাটি, রক্তের বন্ধনে প্রিয় নদী
সমস্ত সম্ভ্রম যেন
স্ব ত ন্ত্র
দ্বীপের মতন।

দুঃখের উদরে

আমি যেন দুঃখ হয়ে মাটির ভিতরে চলে গেছি
রক্তের প্রবাহে নেই স্রোত
বাতাসে পল্লবগুলি পীত, হরিদ্রাভ
সূর্যের চাতালে শুয়ে একা।

হয়ত আশ্বাস ছিল গভীর প্রশান্তি, ভালবাসা
মৃগয়ায় নিপুণ শিকারী
সুদূর সমুদ্রবক্ষে শায়িত জাহাজ যেন
কিংবা ঐ আকাশের নীলে ভাসা পাখী
আমি আজ নিরর্থক শূন্য এক
দুঃখ নিয়ে আছি।

শৈশবে নরম জলে কেমন শরীর ভেসে যেত
সন্ধ্যায় আকাশ হত ভারী
আমি কতকাল ঐ মাঠ, জলাভূমি, আকাশ দেখিনি
প্রকৃতি-দর্পণ মুখোমুখি
আক্সেলারিটের চাপে শুধু আয়ু বেড়ে চলে
তবু আমি মাটির ভিতবে।

গীর্জায় অদ্ভুত আলো, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি
সূর্যের সংসারে আমি একা
বাতাসে পল্লবগুলি পীত, হরিদ্রাভ
রক্তের প্রবাহে নেই স্রোত
দুঃখের উদরে আমি দুঃখ হয়ে আছি।

বৃষ্টির জাহাজগুলি

বৃষ্টির জাহাজগুলি ফিরে আসে শহরে, বন্দরে
কত যে নক্ষত্র, নদী, অসীম জলধি পার হয়ে
আমার সম্মুখে দেখি জলের পাহাড়।
এমন বিপুল ঘুর্ণি, এত ক্ষিপ্ত আগ্নেয় আবেগ
পার হব কেমনে যে আমি।

দূরে দূরে মাঠগুলি চৈত্রের জ্যোৎস্নায় কেঁপে
ওঠা গ্রামান্তের নদী বুকের উপর ভেসে ওঠে
শৈশবে অশ্বত্থমূলে ছমছম মধ্যরাতে বাদুড়ের
ডানা দুপুরের বটতলা ব্যাঙ্গোর বাজনায়
ভরে যায় সম্মুখে ভীষণ স্রোত ঘুর্ণি জলের
পাহাড় পার হবো কেমনে যে আমি……

এখনও ফুলের বনে অন্ধের মতন ঘুরে মরি
পরিচিত পথে চলি একা
নতুন বন্দর নেই, উপকূল নেই
বৃষ্টির জাহাজগুলি ভেসেছে গঙ্গায়।

এখন আমার চোখ

এখন আমার চোখ আর তেমন স্বপ্নালু নয়
দৃষ্টিতে শুধুই ক্রোধ, ঘৃণা
চারিদিকে শূন্য নদী, নেই কোন সবুজ বনানী,
মেঘের আড়ালে চাঁদ, সন্ধ্যা।

কতদিন আমি ঐ মাঠ, সন্ধ্যা, আকাশ দেখিনি
তরল জ্যোৎস্নায় ছোটে নদী
সমস্ত বুকের মধ্যে স্মৃতিগুলি বৃক্ষের মতন,
শস্ত্রপাণি নক্ষত্রেরা আজো জেগে।
এখন বন্ধুর কাছে প্রাণ খুলে হাসতে পারিনা
অভিভূত দুঃখ নিয়ে আমি
সমস্ত আত্মীয়মাঝে ঘুরি প্রতিদিন।
কবে যে শৈশব গেল, কবে ফিরে এলো এ-যৌবন
দুপুরে মাঠের মধ্যে ছুটে যায় ট্রেনের ইঞ্জিন।

শিল্পের প্রতীক

কতদিন আমি মুক্ত হাওয়ায় ফেলিনি হৃদয়-শ্বাস
দর্পণে দেখি আকাশের ছোট মুখ
দূরদিগন্তে সন্ধ্যাবেলায় সারসের কলহাস
প্রতিধ্বনি ভাসায় আমার বুক;

এখন সূর্য পৃথিবীর থেকে বহুদূর সরে যায়
তুমি সন্ধ্যায় জ্বালালে প্রদীপখানি
নম্র চোখের বিপুল বহ্নি দিনে দিনে ক্ষয় পায়
যৌবন যেন সর্বনাশের গ্লানি।

আয়ুগুলি আজ আলোয়-আঁধারে পাপড়ির মত কাঁপে
রক্তের স্রোতে কামনার অঙ্কুর
বেয়নটে তুমি জ্বালালে আগুন হৃদয়ের উত্তাপে
তবু বসন্তে বাজে দুঃখের সুর।

কেমনে আমি যে হৃদয়ের দেনা শোধ করে চলে যাব
আজও শিল্পের প্রতীক তোমার মুখ
জানিনা আবার কোথায়, কখন পুনরায় জন্মাব
নিজের রক্তে ভাসাই নিজের বুক।

নদী

শৈশবে কেমন ছিলে লাস্যময়, কত রমণীয়
কেমন শাঁখের শব্দে সন্ধ্যা হত প্রতীক্ষায় নামত বৃষ্টি
জানালার ফাঁকে
দ্রুত ট্রেন
এখন সময় তীক্ষ্ণ বয়ে যায়।
প্রান্তরের চারদিকে চাঁদ, পাখী, নক্ষত্র, আকাশ
আমার হৃদয় ভরে জেগে উঠত নদী
রক্তে আজো প্রমত্ত উল্লাস
শৈশবে কেমন তুমি চিহ্নিত, চিন্ময় হয়ে ছিলে।

বাহির সমুদ্রে আজ অসংখ্য জাহাজ ভেসে যায়
আমি একা
দুঃখিত জীবন নিয়ে আছি
নখের দর্পণে মেঘ, বুকে বৃষ্টি, দুচোখে এখন শুধু ঝড়
হায় নদী···আমার শৈশব
নিজের দুঃখের ভারে বারবার কণ্ঠ চেপে ধরি
আর্তনাদে ভরে যায় নদী
নদী আমি তোর কাছে যাই
ন—দী, আমি, যা—ই
ন······দী······যা·· ···ই।

একতারা

আমার বুকের একতারা
কবে কোন গ্রামপ্রান্তে বেজে উঠেছিল—
একটি নক্ষত্র স্থির, একটি আকাশ
কত দীর্ঘ রাত চলে যায়।

শৈশবে হাজার নৌকা নদীগুলি ঘিরে রেখেছিল
বন্দরে দেখিনি এত ভিড়
আমার কণ্ঠের নীচে সূর্যের চীৎকার
অলক্ষিত দুঃখ হয়ে রয়।

জন্মের প্রারম্ভে কত শঙ্খ বেজেছিল
কত রৌদ্র জমেছিল ছাতে
সারাদিন খোলামাঠ; সারারাত হাওয়ায় হাওয়ায়
তবু কোন স্বচ্ছদ্যুতি
আমার দুচোখে নেই, আমার দুহাতে নেই অসামান্য আলো

কবে কোন গ্রামপ্রান্তে একতারা বেজে উঠেছিল
এখন এখানে রাত অনেক গভীর।
অসংখ্য নক্ষত্রময় জটিল আকাশ
আমার বুকের মধ্যে ভাসে।

জলপ্রপাতের শব্দ

দূর থেকে দেখ তার শিখিপুচ্ছচূড়া
সমুদ্রপ্রমাণ ব্যাপ্তি
হৃৎপিণ্ডে কাঁপে এক ব্যাকুল বাসুকি;
চারদিকে জলপ্রপাতের শব্দ
কত যে বয়স বেড়ে গেল
উত্তর-দক্ষিণে আর কোনদিকে পথ নেই
দূরে ঐ জলমালা···
শৈশবের ঝর্ণাগুলি হাসে।

বুকের ববিন থেকে তুমি কেন দুঃখ টেনে আনো
এখন চরায় জাগে জাহাজের মুখ
সূর্যাস্তের ক্ষতচিহ্নগুলি
আমার শরীরে, চোখে, হৃৎপিণ্ডে হাহাকার করে।
জলপ্রপাতের শব্দ যেন দূরে চলে যায়

চতুর্দিকে ছায়া নামতে থাকে
দিনের উচ্ছ্বাস শেষে
ওরা কেন হাঁক দেয়
আমার মন্দির থেকে কেন আজ অর্চনার আলো
চতুর্দিকে ছিটকে পড়েনা।

হায়রে শৈশব!
জলপ্রপাতের শব্দগুলি দূরে চলে যায়!

ঝড়

বাইরে ভীষণ আজ ঝড় হয়ে গেছে
অমল উদ্যানে কার দোমড়ানো মুখ
দুই হাতে পড়ে থাকে চূর্ণদল, পরাগের রাশি
সমস্ত শৈশব বাঁধা পালের রজ্জুতে টান টান।

আমার ঘরের মধ্যে অনুরূপ ঝড় দেখা দিলে
ভেঙে যায় গ্লাসপেন, ছত্রাকার বই,
দুঃখের মাস্তুল জাগে বুকের চড়ায়
ফাল্গুন আকাশ কেঁদে ওঠে
বহুদূরে পড়ে থাকে ভালবাসা, খেলার পুতুল।

আমার ঘরে ও বাইরে কবে যেন ঝড় হয়ে গেছে
পরিচিত মুখগুলি উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
চৌচির দেউলগাত্রে কারা লেখে ভাগ্যলিপি
আমি যে মৃত্যুকে রাখি আকাশগঙ্গায়;

আমার ঘরে ও বাইরে কবে যেন ঝড় হয়ে গেছে
কবে যেন ঝড়···

বাড়ি ফেরা

বাড়িতে ফেরার আর কোন ট্রেন নেই।
ষ্টেশনের চতুর্দিকে যাত্রীদের ভিড়
সিগন্যালে সবুজ নির্দেশ
ধীরে ধীরে সব ট্রেন দূরে চলে যায়।

এখন সম্বল শুধু নৌকাখানি গঙ্গা পারাপারে
সকালে আজান আর প্রতি সন্ধ্যা জাহাজের সারি-
কিছু বন্ধু···কফির পেয়ালা
মধ্যরাতে ট্রেনের হুইসিল
কত যাত্রী
বাড়ি ফিরে যায়।

অথচ হৃদয় যেন
ট্রাফিকে আটকে থাকা বাসের ইঞ্জিন
সিগন্যালের সবুজ নির্দেশে
সব ট্রেন দূরে চলে যায়
আজকে আমার
বাড়িতে ফেরার কোন ট্রেন নেই।

জানলা, রক্তাক্ত মেঘ

জানলা, রক্তাক্ত মেঘ
দূরে দূরে স্তম্ভগুলি প্রতিদিন সূর্যোদয় দেখে
প্রান্তরে দাঁড়ালে আজ মিলিয়ন মানুষের মুখ
সাতাশ পাপড়ি খুলে ঝর্ণা নামে
বুকে বাজে বিষন্ন দুপুর।

জানলা, রক্তাক্ত মেঘ
হে গাছ, হে পাখী একদিন এই হাতে ঐ প্রতিবিম্ব ছিল
চোখের পলক নিয়ে উড়ে যেত সন্ধ্যার বাদুড়
প্রান্তরে দাঁড়ালে আজ বিদ্যুতের ভোল্ট
লক্ষ টেনসনে ছোটে সবুজ সারস ।

জানলা, রক্তাক্ত মেঘ
কলকাতা !
বুকে আজ বিষন্ন দুপুর ।

চারদিকে দেয়াল

এঘরে আমার কোন প্রতিবিম্ব নেই
ঘরের চারদিকে শুধু
চারটে দেয়াল ।

হাজার নক্ষত্র দেখি ঘিরে থাকে বিপুল আকাশ
আমার দুচোখে কোন আলো নেই ;
শ—র্ব—রী
আমার চারদিকে আজ অন্ধকার
দেয়াল মাথা খোঁড়ে ।

সমস্ত জাহাজগুলি বন্দরের সীমা ছেড়ে যায়
আমার যাবার কোন পথ নেই ;
জ—ল—ধি
আমার চারদিকে শুধু জল
হাহাকার করে ।

দেয়ালে আমার কোন প্রতিবিম্ব নেই
ঘরের চারদিকে শুধু
চারটে দেয়াল ।

ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে

ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে
প্র..........
বা..........
হি..........
ত..........
আমার জীবন।

বিপুল স্রোতের টানে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে আজ
আমি যেন নিঃস্ব হয়ে গেছি।
একদিন লতাগুল্মে
জীবাশ্মে
আমার অস্তিত্ব ডুবে ছিল
মাটির গভীরে তার
রাখি প্রতিশ্রুতি।

তবু কতবার আমি রৌদ্রের প্রশান্তি পায়ে মুছে
দ্যুতিময় ঘরে ছুটে গেছি
বারবার
বৃষ্টির ব্যঞ্জিত শব্দে
হৃদয় নিঃশেষ হয়ে যায়।

ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে
প্র.........
বা..... ...
হি.........
ত..........
জীবন আমার।

দর্পণে যৌবন

এখন গভীর জলে দিন নামে
দর্পণে যৌবন জেগে রয়।
তুমি কেন সন্ধ্যা হলে বৃষ্টির ফোঁটায়
সারাটা সকাল থাকো শিশিরে অম্লান
বহুদূরে ষ্টীমারের শব্দ শুনে যেতে
গোধূলিতে পা পিছলে যায়।

তবু দেখি অশ্রুজলে বুক ভেসে গেলে
পর্ণে জলে পীতাম্বর মেঘ ;
নক্ষত্রে রাখিনা স্মৃতি, ধূলায় রাখিনা পদভার
তবু যেন কোনদিন বৃষ্টি হয়ে গেলে
শিশিরে ধোয়ানো মাঠে
আমার শৈশব জেগে রয়।

এখন স্রোতের টানে বয়সের ঢল নামে
দুই পাড়ে স্মৃতি ভেঙে পড়ে
ভালবাসা রেখে যায় বৃথা অঙ্গীকার
যৌবনরে ! বড় দুঃখ বেঁচে থাকা বয়সের টানে।

বৃত্তের বাইরে

একই বৃত্তের মধ্যে সারাটা দিবস বসে আছি
জন্মাবধি দেখি ঐ অলৌকিক গণ্ডী
মৃত্যু প্রেম অব্যয় আকাশ ঘিরে থাকে

এখন আমার চোখে আর কোন স্বপ্ন নেই
কোন দুঃখ, ভালবাসা নেই
হৃদয়ের চারদিকে যেন এক বিপুল স্পুটনিক
ঘোরাফেরা করে।

আমার দৃষ্টির পরিচিত ছবিগুলি
মুমূর্ষু ঘোড়ার মত
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে
পথ হারিয়ে ফেলে ;
বিদ্যুৎবাহিত নদীগুলি উৎসমুখে
বারবার পলি রেখে যায়।

হৃদয়ের চারদিকে তবু এক বিপুল স্পুটনিক
উঠানামা করে ॥

নতুন বন্দর

পুরাতন জেটিগুলো ভেঙে যায় ; অথচ নতুন
এই শহরের বুকে দাঁড়াবার কোন পাটাতন নেই।
এলোমেলো হাওয়ার মাঝে
নৌকাগুলো ঘোরাফেরা করে ; তামাটে শব্দের পলি,—
নিরক্ত আকাশ।

কোথা সেই নির্জনতা ; সুস্থির দর্পণ
হাতের তালুর মধ্যে নিরাকার জল
আমি কোন্ বন্দরের দিকে যাব ? কোন্
শুদ্ধতার দিকে ?

তোমার পাণ্ডুর মুখ অন্ধকারে ; ক্লান্তিময় ;
এই অবিশ্বাস প্রতারণা নিয়ে
সূর্য ওঠে ; মাঝ-দরিয়ার মাঝি
গঙ্গায় নতুন পলি জমা করে, উপকণ্ঠে
নতুন বন্দর।